দৈনিক ইত্তেফাক

162

তারিখ ... JUN 8 1989 ...
পৃঃ ৩ কলাম ২

গাইবান্ধার ৩টি সরকারী কলেজে শিক্ষক সংকট

গাইবান্ধা সংবাদদাতা ॥ জেলার তিনটি সরকারী কলেজে ১ জন অধ্যক্ষ, ১ জন উপাধ্যক্ষ ও ৩৮ জন শিক্ষকের পদ শূন্য থাকায় কলেজ তিনটিতে শিক্ষাদান ব্যাহত হইতেছে। শিক্ষকের পদগুলির মধ্যে সহযোগী অধ্যাপকের ৮টি পদ, সহকারী অধ্যাপকের ১২টি পদ এবং প্রভাষকের ১৬টি পদ রহিয়াছে।

মোট ১০টি বিষয়ে অনার্স কোর্স পাঠদানকারী গাইবান্ধা সরকারী কলেজ উপাধ্যক্ষ পদ শূন্য। সহযোগী অধ্যাপকের ১৪টি পদের মধ্যে ৮টি পদ, সহকারী অধ্যাপকের ২টি পদ এবং প্রভাষকের ৯টি পদ শূন্য রহিয়াছে। ইংরেজী, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ইতিহাস, ব্যবস্থাপনা, রসায়ন ও উদ্ভিদ বিদ্যা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক নাই। অর্থনীতি ও দর্শন বিভাগে সহকারী অধ্যাপকের পদ শূন্য। বাংলা, ইংরেজী, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ইতিহাস, ব্যবস্থাপনা, গণিত, প্রাণীবিদ্যা বিভাগে ১ জন করিয়া এবং পদার্থবিদ্যা বিভাগে ২জন প্রভাষকের পদ খালি রহিয়াছে। ইহাছাড়া গ্রন্থাগারিক সহকারী গ্রন্থাগারিক এবং ক্যাটালগারের পদ ৩টিও গত ৬ বৎসর যাবৎ শূন্য রহিয়াছে। অনার্স কোর্স চালাইতে প্রতি বিভাগে যেখানে ৭-

(৫ম পৃঃ দ্রঃ)

গাইবান্ধার ৩টি

(৩য় পৃঃ পর)

জন করিয়া শিক্ষকের প্রয়োজন সেখানে ইংরেজী, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ইতিহাস, ও ব্যবস্থাপনা বিভাগে মাত্র ২ জন করিয়া শিক্ষক রহিয়াছেন।

গাইবান্ধা সরকারী মহিলা কলেজ অধ্যক্ষের পদ শূন্য। অনেকদিন যাবৎ উপাধ্যক্ষ অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করিতেছেন। শিক্ষকের ৩৩টি পদের মধ্যে শূন্য রহিয়াছে ১১টি পদ। ইংরেজী ও অর্থনীতি বিভাগে সহযোগী অধ্যাপকের পদ থাকিলেও শিক্ষক নাই। সরকারীকরণের প্রায় এক যুগ অতিবাহিত হইলেও অন্য কোন বিভাগে সহযোগী অধ্যাপকের পদই নাই। বাংলা, ইংরেজী, অর্থনীতি, গণিত ও হিসাব বিজ্ঞান বিভাগের সহকারী অধ্যাপকের পদগুলি শূন্য। মাত্র ১ জন করিয়া শিক্ষক দিয়া চলিতেছে ইংরেজী, অর্থনীতি উদ্ভিদ বিদ্যা, প্রাণীবিদ্যা, গণিত, ব্যবস্থাপনা ও হিসাব বিজ্ঞান বিভাগের ক্লাস।

পলাশবাড়ী সরকারী কলেজ সরকারীকরণের (৯০) পর ঐ কলেজে সহযোগী অধ্যাপকের কোন পদ সৃষ্টি না করায় এখানে একজনও সহযোগী অধ্যাপক নাই। সহকারী অধ্যাপকের ৬টি পদের মধ্যে ৫টিই শূন্য। প্রভাষকের ২৯টি পদের মধ্যে ৯টি পদ শূন্য।